বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ৫৯ নং আইন)

Bangladesh Shishu Academy Ordinance, 1976 রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬নং আইন দ্বারা উক্ত সময়কালের অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ জনস্বার্থে কার্যকর ও বলবৎ রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু শিশুদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক কার্যাবলি এবং তদ্‌সম্পর্কিত বিষয়াদির উন্নতি বিধানকল্পে শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Bangladesh Shishu Academy Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXIV of 1976) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "একাডেমি" অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত বাংলাদেশ শিশু একাডেমি;

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত একাডেমির চেয়ারম্যান;

(৩) "তহবিল" অর্থ একাডেমির তহবিল;

(৪) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৬) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত একাডেমির ব্যবস্থাপনা বোর্ড;

(৭) "মহাপরিচালক" অর্থ একাডেমির মহাপরিচালক;

(৮) "শিশু" অর্থ শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) তে সংজ্ঞায়িত শিশু;

(৯) "সদস্য" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য; এবং

(১০) "সাম্মানিক ফেলো" অর্থ ধারা ৯ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে ও পদ্ধতিতে একাডেমি কর্তৃক সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তি।

একাডেমি প্রতিষ্ঠা

৩। (১) Bangladesh Shishu Academy Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXIV of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিশু একাডেমি (Bangladesh Shishu Academy) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত।

(২) একাডেমি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

একাডেমির কার্যালয়

৪। (১) একাডেমির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) একাডেমি, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা স্থাপন, স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৫। (১) একাডেমির সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং একাডেমি যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুরসরণ করিবে।

ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠন, ইত্যাদি

৬। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একাডেমির ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) একাডেমির চেয়ারম্যান, যিনি বোর্ডের চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি;

(গ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি;

(ঘ) ডিন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(ঙ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(চ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ছ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(জ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঝ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঞ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ট) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঠ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ড) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঢ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ণ) শিশু কল্যাণ পরিষদের ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত শিশুদের উন্নয়নে বিশেষভাবে অবদান রাখিয়াছেন এমন ৪ (চার) জন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে ২ (দুই) জন মহিলা হইবেন; এবং

(থ) একাডেমির মহাপরিচালক, যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ত) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে সরকার, যে কোনো সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে বা মনোনীত কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো মনোনীত সদস্য ধারাবাহিক ৩ (তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্য পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান বা বিলুপ্ত হইবে এবং তদ্‌পরিবর্তে নূতন সদস্য মনোনীত হইবেন।

(৪) যদি কোনো মনোনীত সদস্যের সদস্য পদে বহাল থাকিবার মেয়াদের মধ্যে বোর্ডের কোনো সদস্য পদ শূন্য হয় তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ১ (এক) জন নূতন সদস্য মনোনীত করিবে এবং এইরূপে মনোনীত সদস্য তাহার পূর্বসুরির অনতিক্রান্ত সময় পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

বোর্ডের সভা

৭। (১) বোর্ড প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধাতি তারিখ, সময় ও স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য অন্যূন ৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত একজন সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

একাডেমির কার্যাবলি

৮। একাডেমির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) শিশুদের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বদেশ প্রেম, নৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃজনশীল ও সুকুমার বৃত্তিসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ;

(খ) শিশুদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, বিনোদন ও শিক্ষামূলক কর্মতৎপরতার উন্নয়ন;

(গ) শিশুদের শারীরিক বিকাশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয়, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) শিশুতোষ সাহিত্য সৃষ্টি ও বিকাশ;

(ঙ) প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) ডিজিটাল যুগের উপযোগী করিয়া শিশুদের গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;

(ছ) একাডেমির পক্ষে ও একাডেমির জন্য তহবিল, জামানত (securities) ও এইরূপ অন্য কোনো দলিল এবং অন্য কোনো স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ;

(জ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, একাডেমির নিজস্ব তহবিলের বিনিয়োগ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগসমূহ পরিবর্তন;

(ঝ) জামানতসমূহ (securities) ক্রয়বিক্রয়, অনুমোদন, হস্তান্তর, বিনিময় কিংবা অন্য কোনো প্রকারে তদসম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে একাডেমির সম্পত্তিসমূহ জামানত বা বন্ধক প্রদান অথবা অন্য কোনো প্রকারের দায় সৃষ্টি;

(ট) একাডেমির প্রয়োজনে যে কোনো চুক্তি ও প্রয়োজনীয় দলিল সম্পাদন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনো বিদেশি সরকার, বিদেশি সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত এইরূপ কোনো চুক্তি অথবা কোনো দলিল সম্পাদন করা যাইবে না।

(ঠ) শিশুদের উপর গবেষণা কার্য পরিচালনা এবং গবেষণাপত্র ও উপকরণাদি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় এবং সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা।

সাম্মানিক ফেলো, ইত্যাদি

৯। (১) শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা অথবা সামাজিক বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান রাখিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (২) এর অধীন